'কাজলা মেয়ের' বিষয়বস্তু প্রেম, অনুপ্রেরণা—নারী। রক্ত-মাংসে গড়া এর সমস্ত মেয়েকে আমি চিনি। আমি তাদের সংগে দেখা করেছি রোজ, একান্ত নির্জনে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছি তাদের। তারাও কখনো ভালবেসেছে আমায়, কখনো বা দূর-দূরান্তে সরে গেছে অভিমানে। আজ বুঝতে পারি, কাজলা মেয়েদের নিয়ে ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন যেন একটা রোমান্স রয়ে গেছে। পৃথিবীর যে কোনো কালো মেয়েই যেন আমার মনের খুব কাছাকাছি। ভালবেসেছি অসংখ্য ফরসা মেয়েকেও। তবে আমার অত্যন্ত প্রিয় কবিতা 'রমা', উল্লেখযোগ্য। কেননা এই প্রথম এমন একজন মেয়েকে নিয়ে একটি কবিতা লেখা সম্ভব হল, যে কালো মেয়ে নয়।

কাজলা মেয়ে

একটি কাজলা মেয়ে
আমার নিকটে এসে বলেছিল
তোকে ভালবাসি;
চোখে তার
নিয়ন আলোর মতো হাসি,
নখে তার
আমার প্রতিমা ছিল আঁকা,
ধার ঘেঁষে বসেছিল
বড় পাশাপাশি—
একটি কাজলা মেয়ে আমার নিকটে এসে বলেছিল
তোকে ভালবাসি।
তাই তোর হৃৎপিণ্ড চাই!

বুকের দিঘির জলে ঘাই
মেরেছিল
জিয়ল মাছের মতো কে,
মায়াবিনী
সেই কালো মেয়ে?

কে জানি কে তুলেছিল ঘাই!
একটি কাজলা মেয়ে
বলেছিল
হৃৎপিণ্ড চাই।
আদিম পাপের মতো ভয়
বুকের গভীরে কথা কয়,
ভয় আমি বড় ভয় পাই;
সেই মেয়ে বলেছিল

চাই, তোর হৃৎপিণ্ড চাই।
শো -কেসের মধ্যে রেখে দেব,
নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাব,
মিট সেফে রেখে দেব তুলে,
কখনো বা ফুল ভেবে চুলে
গুঁজে নেব খোঁপার ভেতর;
আমি বলি কেন যে এ তোর
ব্যথা দিবি বলে এই খেলা,
তার চেয়ে এই বেশ আছি।
কেবল-ই বলেছি নয় মেয়ে
হৃদয় আমার থাক বুকে,
এখানেই নীরবে ঘুমোক।
হৃদয়বিহীন বাঁচা দায়,
তবু চায়—
মেয়ে শুধু হৃৎপিণ্ড চায়।

হৃৎপিণ্ড চেয়েছিলি তুই?

উপড়ে এনেছি তবে দেখ্
তোর জন্যে লাল টক্‌টকে
বুকের গভীর থেকে বুক,
এবার হয়েছে তোর সুখ?
এবার হলি কি তুই সুখী?
এ দেখ এনেছি তুলে
বুকের গভীর থেকে বুক
তোর জন্যে লাল রক্তমুখী!

এখন কোথায় গেলি মেয়ে
হৃৎপিণ্ডে শখ যদি তোর?
হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

এখন কোথায় গেলি মেয়ে!
হৃৎপিণ্ড পড়ে আছে মাঠে,
এখন জমেছে তাতে ধুলো
নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খায়
শকুন শেয়াল কাকগুলো,
এও বুঝি সহ্য হয় তোর?
কেন তবে বলেছিলি দে!
হৃৎপিণ্ড টান মেরে ফেলে
এখন কোথায় গেলি মেয়ে?

একবারও দেখলি না চেয়ে,
একবারও আসলি না কাছে,
ঐ দেখ ধুলোর ওপর
আমার হৃদয় পড়ে আছে।

রাতভোর চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে
লোহিত কণিকা রাশি রাশি,
এখন হৃদয় বড় একা—
তুই তাকে করেছিস বাসি।
বলেছিলি তুই ভালবাসি,
তুই কাছে এসেছিলি ধেয়ে,
এখন কোথায় গেলি মেয়ে!
কোনখানে গেলে তোকে পাই?

দুই চোখে নিয়নের হাসি
একটি কাজলা মেয়ে
আমার নিকটে এসে বলেছিল
... তোকে ভালবাসি
তাই তোর হৃৎপিণ্ড চাই।

রমা

বৃষ্টির ফোঁটা আজ
আমার বুকের মধ্যে
মারাত্মক জ্বেলেছে আগুন;
ঐখানে পাঁচিলের গায়
মাধবীলতার ডালে
থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে—
সত্যি ওখানে ও কি ফুল?
নাকি গাছ!
এই বুকে মারাত্মক জ্বেলেছে আগুন
বৃষ্টির জল এসে আজ।

কিছুই জানি না আমি
ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কে যে—
পাঁচিলে হেলান দিয়ে
মাধবীলতার ডালে ফুল?
নাকি ওরা কেউ নয়
ওরা শুধু প্রতিভাস—ভুল,

আমাকে দুঃখ দেবে বলে
সবুজ শাড়িতে ঢেকে দেহ,
খোঁপায় মাধবীলতা ফুল
রাতের অন্ধকারে
রমা শুধু একা একা ভেজে।

এ তোমার অভিমান রমা
হাওয়ার নৌকো বেয়ে
রমার দেহের গন্ধ ভাসে,
বৃষ্টির জল কিছু জলজ বাতাস ছুটে আসে,
রমা তবু ঘরে আসে কই!

এ তোমার অভিমান রমা?
সবুজ শাড়িতে শুধু
সারারাত ভিজে ....ভিজে ....ভিজে .....
আমাকে কষ্ট দেবে নিজে?

রমা কেন ব্যথা দাও,
আমার এ ঘর বুঝি ছোট?
বৃষ্টির বাগানে কেন
ঠায় তুমি সারারাত
ভিজে ভিজে আগুন জ্বালাও,

মাধবীলতার ডালে
নিঃঝুম ফুল হয়ে ফোট।

আমার এ ঘর এতো ছোট?

বহুদিন পরে

বহুদিন পরে কোকিল ডেকেছে বনে।
গাছে গাছে ফুল আকাশে রঙের খেলা,
বহতা হাওয়ায় তোমাকে কি পড়ে মনে?
বহুদিন পরে কোকিল ডেকেছে বনে;
দূরে কার পায়ে নূপুরের নিক্কণে
যন্ত্রণা বাজে—যন্ত্রণা সারা বেলা;
বাতাসে ফুলের গন্ধ, পাখির মেলা,
বহতা হাওয়ায় তোমাকে কি পড়ে মনে?
বহুদিন পরে কোকিল ডেকেছে বনে।